

কবিতার মূলভাব লিখন

প্রশ্ন-১ 'দূরের পাল্লা' কবিতার মূলভাব লেখো।

উত্তর: 'দূরের পাল্লা' কবিতায় ফুটে উঠেছে গ্রামবাংলার নদীতীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা। সেখানকার পরিবেশের বর্ণনার পাশাপাশি ফুটে উঠেছে মানুষের জীবনযাত্রার প্রতিচ্ছবি। নদীতে তিনজন মাঝি নৌকা বেয়ে দূরদূরান্তে ছুটে চলে। নদীর দুই তীরের পাড় ঘোপঝাড়-জঙ্গলে পরিপূর্ণ। জেগে ওঠা চরে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে মানুষ ঘর তৈরি করে। পানকৌটি বা পানকৌড়ি জলে ডুব দেয়। সেইসঙ্গে কলসীতে পানি নেয় ঘোমটা পরা বউ। এভাবে কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে নদীতীরবর্তী জনজীবনের প্রতিচ্ছবি।

প্রশ্ন-২ 'ঠিক আছে' কবিতার মূলভাব লেখো।

(৮৮নং মানিকগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মানিকগঞ্জ ২০২৬/৮)

উত্তর: 'ঠিক আছে' কবিতায় একজন অতিথি হঠাৎ বাড়িতে এসে পড়েন। এই অতিথির মধ্যে রয়েছে উদারতা আর সব খারাপ ঘটনাকে হাসি মুখে মেনে নেওয়ার মনোভাব। অতিথিটি খুবই সহজসরল। বাড়ির লোকটি তাকে তার ঘরের নানা অসুবিধার কথা জানালে তিনি তা স্বাভাবিকভাবেই মেনে নেন। লোকটি ভালো খাবার, থালা-বাসন, ছাতা দিতে না পারলেও মেহমানটি এসব হাসিমুখে মেনে নেন। মেহমানের 'ঠিক আছে' বলার মধ্য দিয়েই কবিতায় খারাপ বিষয় মেনে নিয়ে হাসিখুশি থাকার বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

প্রশ্ন-৩ 'সাইক্লোন' কবিতার মূলভাব লেখো।

উত্তর: 'সাইক্লোন' কবিতায় সাইক্লোনের ভয়াবহ রূপ ও এর তাণ্ডবের চিত্র ফুটে উঠেছে। সাইক্লোন গাছপালা, মাছ ও পশুপাখি সবকিছু উড়িয়ে নিয়ে যায়। খালের পানি ফুলে ওঠে, ঘূর্ণি হাওয়ায় নৌকার পাল ছিঁড়ে যায় এবং পানির স্রোতে সবকিছু ভাসতে থাকে। জলোচ্ছ্বাসে চরের ঘরবাড়ি, পশুপাখি পানিতে ডুবে যায়। সাইক্লোনের এই ধ্বংসলীলার মাঝে আজান ও শাখের আওয়াজ চরম মুহূর্তে মানুষের বাঁচার আকৃতিকে ইঙ্গিত করে।

প্রশ্ন-৪ 'রাখাল ছেলে' কবিতার মূলভাব লেখো।

উত্তর: 'রাখাল ছেলে' কবিতাটিতে পরি-প্রকৃতির অপূর্ব সৌন্দর্য এবং এক রাখাল ছেলের সহজসরল জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে। রাখাল ছেলের সরলতা, আনন্দ ও মায়ের প্রতি ভালোবাসা এ কবিতার গ্রাণ। সন্ধ্যা হলে রাখাল মাঠ থেকে তার মায়ের কাছে যায়। তার মা নীল-নোয়ানো সবুজে ঘেরা এক ছোট্ট কুটিরের জন্য একা অপেক্ষা করেন। আর সকালে সে প্রভাতের বাতাস, সরষে ফুল আর মটরশুঁটির ডাকে মাঠে চলে যায়।

প্রশ্ন-৫ 'পাখির মতো' কবিতার মূলভাব লেখো।

উত্তর: 'পাখির মতো' কবিতাটি প্রকৃতির প্রতি গভীর আকর্ষণ এবং বাধ্যতাহীন স্বাধীনতার কামনা নিয়ে রচিত। কবিতার শিশুটির কাঁঠালচাঁপার মিষ্টি গন্ধে পড়াশোনায় মন বসে না। বইয়ের কঠিন জগতের বদলে নদীর কাছে থাকতে তার বেশি ভালো লাগে। বকুল গাছের ডালে লুকিয়ে থেকে পাখির মতো অবাধে ভাকতে ইচ্ছা হয় তার। সবাই যখন রাতে ঘুমিয়ে পড়ে তখন তার মন ছুটে যায় সবুজে ভরা গ্রামে। কারণ কবি মূলত বন্দি জীবনের চেয়ে প্রকৃতির মাঝে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে বেশি আগ্রহী।

প্রশ্ন-৬ 'সংকল্প' কবিতার মূলভাব লেখো।

উত্তর: 'সংকল্প' কবিতায় কবি মনের অদম্য কৌতূহল এবং বিশ্বকে জানার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে। কিশোর কবি বন্ধ্য জীবন ও সীমিত গতি থেকে মুক্তি চান। তিনি বিশ্বের সবকিছু সম্পর্কে জানতে চান। আবিষ্কার করতে চান সব অজানা রহস্যকে এবং বুঝতে চান মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কেন অসীম অতলে ছুটেছে। তাঁর জিজ্ঞাসা বীরেরা কেন অনায়াসে জীবনকে বিপন্ন করে মৃত্যুকে বরণ করছে। দুঃসাহসীরা কীভাবে সব বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই কবির দৃঢ় সংকল্প হলো সব বাধা অতিক্রম করে সারা বিশ্বের জানকে নিজের আয়তে আনা। অর্থাৎ অজানাকে জানার তীব্র আকাঙ্ক্ষাই মূলত 'সংকল্প' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে।

প্রশ্ন-৭ 'ইচ্ছামতী' কবিতার মূলভাব লেখো।

উত্তর: 'ইচ্ছামতী' কবিতাটিতে কবির কল্পনাপ্রবণতা, নদী ও প্রকৃতির প্রতি গভীর মুগ্ধতা অত্যন্ত সহজভাবে তুলে ধরা হয়েছে। কবি স্বাধীনতা পেলে ইচ্ছামতী নদী হতে চান। কবি নিজে নদী হলে দুই পারের সাথে মনের সব কথা বলতে পারবেন। প্রতিদিন নদীতে আসা মানুষের আনাগোনা, গোবু-মহিষের স্নান, জলের উপর সূর্যের আলোর নাচন এবং রাতের নীরবতার রূপকে তিনি খুব কাছ থেকে অনুভব করতে পারবেন। অর্থাৎ নদীর দুই পারের প্রকৃতি ও মানুষের জীবনযাপন খুব কাছ থেকে দেখার জন্যই কবির ইচ্ছামতী নদী হতে ইচ্ছা হয়। এই কবিতায় নদী ও তার চারপাশের প্রকৃতির সঙ্গে কবির গভীর ভালোবাসার সম্পর্কটি প্রকাশ পেয়েছে।

প্রশ্ন-৮ 'শিক্ষাগুরুর মর্যাদা' কবিতাটির মূলভাব লেখো।

উত্তর: 'শিক্ষাগুরুর মর্যাদা' কবিতায় শিক্ষকের মর্যাদার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। কবিতায় বাদশা আলমগীর একদিন দেখেন তাঁর পুত্র শিক্ষকের পায়ে পানি ঢেলে দিচ্ছেন আর শিক্ষক নিজ হাতে পা ধুচ্ছেন। বাদশাহ আলমগীর এতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন তাঁর সন্তান পানি ঢেলে নিজ হাতে শিক্ষকের পা ধুয়ে দেবে। তবেই না তাঁর সন্তান নৈতিকতা ও মূল্যবোধ নিয়ে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে। কবিতার মাধ্যমে আমরা উপলব্ধি করতে পারি, শিক্ষা হলো একটি জাতির মেহরদণ্ড আর শিক্ষক হলেন কান্ডারি। তাই সমাজে শিক্ষকের মর্যাদা সবার উপরে।

কবিতাংশের মূলভাব লিখন

প্রশ্ন-৯ নিচের কবিতাংশের মূলভাব লেখো:

অসময়ে মেহমান
ঘরে ঢুকে বসে যান
বোঝালাম বামেলার
যতগুলো দিক আছে
তিনি হেসে বললেন।

ঠিক আছে ঠিক আছে। /ঠিক আছে/

মূলভাব: সময় না মেনেই মেহমান ঘরে এসে হাজির হন। সংকোচ ছাড়াই তিনি ঘরে প্রবেশ করেন। গৃহকর্তা তাঁকে ঘরের নানাবিধ বামেলার কথা বুঝিয়ে বললেন। কিন্তু মেহমান সেসব সমস্যার কথা হাসিমুখে মেনে নেন। এর মাধ্যমে মেহমানের সহনশীলতা, বিনয় ও মার্জিত স্বভাবের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।

প্রশ্ন-১০ নিচের কবিতাংশের মূলভাব লেখো:

হারান মাঝি, পরান শেখ
বাতাস ফুঁড়ে দিচ্ছে ডাক।
আকাশ ভেঙে কাচের গুঁড়ো
উঠল আজান, বাজল শাঁখ।
চম্পাবতীর কেশ ভাসছে
ভাসছে স্রোতে খড়ের ঘর।
শেয়াল কুকুর লুকড়ো শালিক
ডুবল সবই, ডুবল চর। /সাইক্লোন/

মূলভাব: সাইক্লোনের সময় মানুষ আতঙ্কিত হয়ে বাঁচার আকৃতি জানায়, ডাকাডাকি করে। ঘূর্ণিঝড়ের প্রবল তোড়ে আকাশ থেকে কাঁচের মতো বৃষ্টি আঘাত করে। তখন সব ধর্মের মানুষ স্মৃতিকর্তার কাছে আশ্রয় চায়। সাইক্লোনের কারণে পানিতে মানুষ, পশুপাখি সবকিছুই ভেসে যায়, ডুবে যায়। এমনকি বিদ্যুৎ জপ্তলও পানিতে ডুবে যায়।

প্রশ্ন-১১ নিচের কবিতাংশের মূলভাব লেখো:

'রাখাল ছেলে! রাখাল ছেলে! বারেক ফিরে চাও।
বাঁকা গাঁয়ের পথটি বেয়ে কোথায় চলে যাও?'
'ওই যে দেখে নীল-নোয়ানো সবুজ ঘেরা গাঁ,
কলার পাতা দোলায় চামর শিশির ধোয়ায় পা,
সেখায় আছে ছোট্ট কুটির সোনার পাতায় ছাওয়া,
সাঁঝ-আকাশের ছড়িয়ে-পড়া আবির রঙে নাওয়া;
সেই ঘরেতে একলা বসে ডাকছে আমার মা—
সেখায় যাব, ও ভাই এবার আমায় ছাড় না!' /রাখাল ছেলে/

মূলভাব: কবিতাংশটিতে এক রাখাল ছেলের গভীর মাতৃভক্তি এবং নিজ গ্রামের প্রতি আকর্ষণ ফুটে উঠেছে। গাঁয়ের আঁকাবাঁকা পথে হেঁটে চলা রাখাল ছেলে তার নিজ গ্রামে ফিরে যেতে ব্যাকুল। তার সেই প্রিয় গ্রামটি নীল-আকাশ আর সবুজ প্রকৃতি দিয়ে ঘেরা। সেখানে সোনার পাতায় ছাওয়া তার ছোট্ট ঘরটি সন্ধ্যায় আবির রঙে রঙিন হয়ে ওঠে। সেই ছোট্ট ঘরে অপেক্ষারত মায়ের কাছে ফিরে যেতে রাখাল ছেলে ব্যাকুল হয়ে আছে। এ কারণেই সে চলে যেতে আকুল অনুরোধ জানায়।

প্রশ্ন-১২ নিচের কবিতাংশের মূলভাব লেখো:

আম্মা বলেন, পড়রে সোনা
আব্বা বলেন, মন দে।
পাঠে আমার মন বসে না
কাঁঠালচাঁপার গন্ধে।
আমার কেবল ইচ্ছে জাগে
নদীর কাছে থাকতে,
বকুল ডালে লুকিয়ে থেকে
পাখির মতো ডাকতে। /পাখির মতো/

মূলভাব: কবিতাংশটির মাধ্যমে ছোট্ট কিশোরের চিরন্তন স্বাধীনচেতা মনের ভাব ও প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণ ফুটে উঠেছে। বাবা-মা কিশোরকে মনযোগ দিয়ে পড়তে বলে। কিন্তু তার মন পড়ে থাকে প্রকৃতির মাঝে। ফুলের সুবাস, নদীর পরিবেশ, পাখির ডাক তাকে আকৃষ্ট করে।

প্রশ্ন-১৩ নিচের কবিতাংশের মূলভাব লেখো:

রইব না কো বন্ধ খাচায়, দেখব এ-সব ভুবন ঘুরে—
আকাশ-বাতাস চন্দ্র-তারায় সাগর-জলে পাহাড়-চূড়ে।
আমার সীমার বাঁধন টুটে
দশ দিকেতে পড়ব লুটে;
পাতাল ফেঁড়ে নামব নিচে, উঠব আবার আকাশ ফুঁড়ে;
বিশ্ব-জগৎ দেখব আমি আপন হাতের মুঠোয় পুরে। /সংকল্প/

মূলভাব: কবিতাংশটিতে অসীম বিশ্বকে জানার উদ্যম আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। কবিতাংশের কিশোরটি কোনো গড়ি বা সীমানার মধ্যে বন্দি থাকতে চান না। সব বাধা ভেঙে আকাশ, সাগর, পাহাড় ও পাতালসহ পুরো পৃথিবী সে ঘুরে দেখতে চায়। সর্বোপরি সীমানা ছাড়িয়া অজানাকে জানার এবং বিশ্বকে নিজের মুঠোয় পাওয়ার এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে।

প্রশ্ন-১৪ নিচের কবিতাংশের মূলভাব লেখো:

যখন যেমন মনে করি
তাই হতে পাই যদি
আমি তবে একখনি হই
ইচ্ছামতী নদী।

রইবে আমার দখিন ধারে
সূর্য ওঠার পার,
বাঁয়ের ধারে সন্ধ্যাবেলায়
নামবে অন্ধকার।
আমি কইব মনের কথা
দুই পারেরই সাথে—
আধেক কথা দিনের বেলায়,
আধেক কথা রাতে। /ইচ্ছামতী/

মূলভাব: কবিতাংশটিতে কবি নিজের ইচ্ছামতো স্বাধীনভাবে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। তিনি ইচ্ছামতী নদী হতে চান, যার এক পাড়ে সকাল আর অন্য পাড়ে সন্ধ্যা নামবে। নদী হয়ে তিনি দিনে ও রাতে দুই পারের জনজীবনের সাথে মনের কথা বলতে চান। নদী হতে চাওয়ার এই আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে নদী-প্রকৃতির সাথে মিশে যাওয়ার এক নান্দনিক ও স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে।

প্রশ্ন-১৫ নিচের কবিতাংশের মূলভাব লেখো:

তার পরদিন প্রাতে
বাদশাহর দূত শিক্ষককে ডেকে নিয়ে গেল কেল্লাতে।
খাস কামরাতে যবে
শিক্ষকে ডাকি বাদশাহ কহেন, 'শুনুন জনাব তবে,
পুত্র আমার আপনার কাছে
সৌজন্য কি কিছু শিখিয়াছে?
বরং শিখেছে বেয়াদবি আর গুরুজনে অবহেলা,
নহিলে সেদিন দেখিলাম যাহা স্বয়ং সকাল বেলা।' /শিক্ষাগুরুর মর্যাদা/
[প্র.শি.স.প. ২০১৯]

মূলভাব: কবিতাংশটিতে বাদশাহর মনে পুত্রের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ পেয়েছে। বাদশাহর দূত শিক্ষককে কেল্লার খাস কামরায় ডেকে নিয়ে যায়। সেখানে শিক্ষকের কাছে বাদশাহ অভিযোগ করেন। বাদশাহর মনে হয়েছে তাঁর ছেলে শিক্ষকের কাছে কোনো আদব-কায়দা ও সৌজন্যবোধ কিছুই শেখেনি। সে শিক্ষকের প্রতি সঠিক সম্মান প্রদর্শন করেনি। এ কারণে বাদশাহ ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

প্রশ্ন-১৬ নিচের কবিতাংশের মূলভাব লেখো:

শিক্ষকে কন— 'জাহাঁপনা, আমি বুঝিতে পারিনি, হায়,
কী কথা বলিতে আজিকে আমায় ডেকেছেন নিরালায়?'
বাদশাহ কহেন, 'সেদিন প্রভাতে
দেখিলাম আমি দাঁড়ায়ে তফাতে
নিজ হাতে যবে চরণ আপনি করেন প্রক্ষালন,
পুত্র আমার জল ঢালি শুধু ভিজাইছে ও চরণ।
নিজ হাতখানি আপনার পায়ে বুলাইয়া সঘতনে
ধুয়ে দিলো না'ক কেন সে চরণ, স্মরি ব্যথা পাই মনে।' /শিক্ষাগুরুর মর্যাদা/
[প্র.শি.স.প. ২০১৭]

মূলভাব: কবিতাংশটিতে শিক্ষকের প্রতি বাদশাহর গভীর শ্রদ্ধা এবং শিক্ষকের মর্যাদার বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে। শিক্ষকের প্রতি শাহজাদার আচরণে বাদশাহ ব্যথিত হন। তাই শিক্ষককে আলাদা করে ডেকে নিয়ে তাঁর পুত্রের আচরণের কথা বলেন। তিনি জানান দূর থেকে তাঁর পুত্রকে শিক্ষকের পায়ে শুধু পানি ঢালতে দেখেছেন। রাজপুত্র কেন নিজের হাত দিয়ে শিক্ষকের পা ধুয়ে দিলো না, তা ভেবে বাদশাহ মনে অনেক কষ্ট পেয়েছেন। এর মাধ্যমে শিক্ষকের প্রতি বাদশাহর গভীর শ্রদ্ধা এবং শিক্ষকদের সর্বোচ্চ সামাজিক মর্যাদার কথা প্রকাশ পেয়েছে।



সুপার সাজেশন

পরীক্ষার জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন— ১, ৪, ৬, ৮, ১০, ১১, ১৩, ১৫

গদ্য অনুচ্ছেদের মূলভাব লিখন

প্রশ্ন-১ নিচের অনুচ্ছেদের মূলভাব লেখো:

বাংলাদেশে অনেক পেশার মানুষ আছে। যেমন— কৃষক, জেলে, কামার, কুমার, তাঁতি ইত্যাদি। মানুষ যে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে, সেই কাজকে তার পেশা বলে। ফসলের মাঠে কৃষক লাঙল বা ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করেন। জেলেরা জাল দিয়ে মাছ ধরেন। কামার আগুন, হাঁপার আর হাতুড়ির সাহায্যে লোহার জিনিস তৈরি করেন। কুমার নরম কাদামাটি নিয়ে চাকায় ঘুরিয়ে মাটির হাড়িকুড়ি তৈরি করেন। তাঁতি কাপড় বোনেন।

বিচিত্রতায় বাংলাদেশ

মূলভাব: বাংলাদেশের মানুষ বিভিন্ন পেশার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করেন। কৃষক ফসল ফলান, জেলে মাছ ধরেন, কামার লোহার জিনিস তৈরি করেন, কুমার হাড়িকুড়ি তৈরি করেন এবং তাঁতি কাপড় বুনেন জীবিকা নির্বাহ করেন।

প্রশ্ন-২ নিচের অনুচ্ছেদের মূলভাব লেখো:

এক ছিল তাঁতি। তাঁর দুই মেয়ে। বড়ো মেয়ের নাম সুখু। আর ছোটো মেয়ের নাম দুখু। বড়ো মেয়ে ঘরের কোনো কাজ করে না। শুধু বসে বসে বায়। দুখু ঘরের সব কাজ করে। সময় পেলে বাবার জন্য সুতা কেটে দেয়। একদিন দুখু তুলা রোদে দিয়ে উঠানে বসে আছে। এমন সময়ে দমকা বাতাস এসে দুখুর তুলা উড়িয়ে নিয়ে গেল। দুখু মনের দুঃখে কাঁদতে লাগল। তখন বাতাস বলল, 'দুখু, কেঁদো না।' আমার সাথে এসো। তোমাকে তুলা দেবো।' দুখু কাঁদতে কাঁদতে বাতাসের পিছু পিছু গেল। যেতে যেতে একটা কলাগাছের সাথে দেখা হলো। কলাগাছ বলল, 'দুখু, কোথায় যাবছ? আমাকে অনেক লতাপাতা ঘিরে ধরেছে। এগুলোকে একটু সরিয়ে দিয়ে যাবে?' কলাগাছের কথা শুনে দুখু থামল। তারপর কলাগাছের গায়ে থাকা লতাপাতা সরিয়ে দিলো। *উত্তরমীরা*

মূলভাব: এক তাঁতির দুই মেয়ে। বড়ো মেয়ে সুখু অলস হলেও ছোটো মেয়ে দুখু খুব পরিশ্রমী ও দয়ালু। দুখু বাড়ির সব কাজ করে এবং বাবার জন্য সুতা কেটে দেয়। একদিন তুলা বাতাসে উড়ে যাওয়ায় দুখু বিপদে পড়ে। সেই বিপদের সময়ও সে একটি লতাপাতায় ঘেরা কলাগাছের কষ্ট দেখে তাকে সাহায্য করে। এর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, ভালো মনের মানুষ নিজের বিপদের সময়ও অন্যের উপকার করতে ভুলে যায় না।

প্রশ্ন-৩ নিচের অনুচ্ছেদের মূলভাব লেখো:

বাঘ বিড়াল প্রজাতির সবচেয়ে বড়ো প্রাণী। তাই বিড়ালকে বলা হয় বাঘের মাসি। বাঘ খুব দক্ষতার সঙ্গে শিকার ধরতে পারে। এদের দৃষ্টি, শ্রবণ ও স্রাবশক্তি খুবই প্রখর। বাঘের আছে শক্তিশালী থাবা। খাবার নিচের অংশ নরম ও পুষ্ট। তাই চলার সময় শব্দ হয় না। শিকার ধরার সময় থাবা থেকে নখর বেরিয়ে আসে। খাবার চিবানোর জন্য এদের রয়েছে তীক্ষ্ণ ও ধারালো দাঁত আর মজবুত চোয়াল। একটি বাঘ সাধারণত প্রতিদিন ৭ থেকে ৮ কেজি খাবার খায়। হরিণ, শূকর, বানরের মাংস ইত্যাদি বাঘের প্রধান খাদ্য। *রয়েল বেঙ্গল টাইগার*

মূলভাব: বাঘ বিড়াল প্রজাতির সবচেয়ে বড়ো প্রাণী। প্রখর ইন্দ্রিয়শক্তির কারণে বাঘকে দক্ষ শিকারি বলা হয়। এর নরম ও পুষ্ট থাবার কারণে হাঁটার সময় কোনো শব্দ হয় না। খাবার চিবানোর জন্য বাঘের রয়েছে ধারালো দাঁত আর মজবুত চোয়াল। প্রতিদিন গড়ে ৭-৮ কেজি খাবার খাওয়া বাঘের প্রধান খাদ্য হরিণ, শূকর, বানরের মাংস ইত্যাদি।

প্রশ্ন-৪ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বাঘের ভূমিকা আছে। যেমন— বাঘের কারণে মানুষ সুন্দরবনে ঢুকে ও বনের গাছ কাটতে ভয় পায়। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিলে বাঘের জীবন বিপন্ন হয়। তাছাড়া কিছু লোক চামড়া ও অন্যান্য প্রত্যঙ্গের লোভে বাঘ মেরে ফেলে। তাই সুন্দরবনে দিন দিন বাঘের সংখ্যা কমছে। রয়েল বেঙ্গল টাইগার বাংলাদেশের অমূল্য সম্পদ। পৃথিবীতে বাংলাদেশের পরিচিতি ও গৌরব বাড়িয়েছে এই প্রাণী। আমাদের দায়িত্ব সুন্দরবনকে রক্ষা করা। না হলে বাঘ বাংলাদেশ থেকে চিরতরে হারিয়ে যাবে। *রয়েল বেঙ্গল টাইগার*

মূলভাব: বাঘের কারণে মানুষ সুন্দরবনে ঢুকে এর ক্ষতি করতে পারে না। তাই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পায়। তবে মানুষের বাঘ শিকার ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা দিন দিন কমছে। আমাদের মূল্যবান রয়েল বেঙ্গল টাইগার টিকিয়ে রাখতে সুন্দরবনকে রক্ষা করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন-৫ নিচের অনুচ্ছেদের মূলভাব লেখো:

দরজায় পা দিয়েই টুকটুক মা মা বলে ডাকতে থাকল। মা বিচলিত হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। মা দেখলেন, টুকটুক একটি বিড়ালছানা কোলে নিয়ে আড়িনায় দাঁড়িয়ে আছে। আতঙ্কে বিড়ালটি তখনও কাঁদছে। মাকে দেখে টুকটুক বলল, 'মা, আমি কি বিড়ালছানাটির একটু যত্ন নিতে পারি?' মা একটু চিন্তিত হলেন। তারপর বললেন, 'বিড়ালের যত্ন নেওয়া কিন্তু কঠিন কাজ।' টুকটুক বলল, 'মা, আমিই সব করব। তুমি শুধু আমাকে একটু সাহায্য করবে। সুস্থ হয়ে উঠলেই ছানাটি আবার হাসবে, দেখো।' *টুকটুক ও চিন্তা*

মূলভাব: বাড়ি ফিরে টুকটুক মাকে ডাকলে তার মা দেখেন সে একটি বিড়ালছানা নিয়ে এসেছে। সে বিড়ালছানাটি পালন করতে চায়। তার মা জানায় যে বিড়ালের যত্ন নেওয়া কঠিন কাজ। তবে টুকটুক জানায় বিড়ালটিকে সুস্থ করে তুলতে সে-ই সব করবে। টুকটুক শুধু মায়ের একটু সাহায্য চায়।

প্রশ্ন-৬ নিচের অনুচ্ছেদের মূলভাব লেখো:

ইবনে বতুতা চৌদ্দ শতকে বাংলাদেশে ভ্রমণ করতে এসেছিলেন। তাঁর বিবরণে বাংলার সমৃদ্ধ কুটির শিল্পের কথা আছে। এখন কুটির পণ্য শুধু কুটির তৈরি হয় না। কারখানাতেও এসব জিনিস তৈরি করা হয়। এ দেশের কুটির শিল্পের কোনো কোনো পণ্য পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়েছিল। যেমন— মসলিন কাপড়। সুন্দর সুতা দিয়ে বানানো হতো মসলিন। মোগল বাদশাহ-বেগমরা মসলিন কাপড় ব্যবহার করতেন। মসলিন কিনে নিয়ে যেতেন আরব ও ইউরোপের বণিকেরা। *কুটির শিল্প*

মূলভাব: চৌদ্দ শতকে বাংলাদেশ ভ্রমণে আসা ইবনে বতুতা এ দেশের সমৃদ্ধ কুটির শিল্পের বিবরণ দিয়েছেন। কুটির শিল্পের অন্যতম বিখ্যাত পণ্য হলো মসলিন। যা সুন্দর সুতা দিয়ে তৈরি হতো। এ দেশের মসলিন কাপড় মোগল বাদশাহ-বেগমসহ আরব ও ইউরোপের বণিকদেরও নজর কেড়েছিল।

প্রশ্ন-৭ নিচের অনুচ্ছেদের মূলভাব লেখো:

রাজপুত্রদের মধ্যে তৃতীয় জন সবচেয়ে ভালো তির নিষ্ক্ষেপ করতে পারে। সে একটা হরিণ দেবে তার পিছন পিছন ছুটে লাগল। কিন্তু হঠাৎ হরিণটা চোখের আড়াল হয়ে গেল। রাজপুত্র সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল। তার সঙ্গে ছিল একটা শিকারি কুকুর। কুকুরটা হরিণের পিছু ছুটল। বানিক বাদে তৃতীয় রাজপুত্র থামে গেল। তার শিকারি কুকুর ফিরে এসেছে। তবে কুকুরটার মুখের চারপাশে বিধে রয়েছে পাঁচটা তির। এ কারণে কুকুরটা আর ডাকতে পারছে না। কিন্তু কী অবাক কাণ্ড! কুকুরটার মুখে এক ফোঁটা রক্তের দাগ নেই। যন্ত্রণার কোনো লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। *শিকারের সাধনা*

মূলভাব: তির নিষ্ক্ষেপে তৃতীয় রাজপুত্র ছিল সেরা। সে হরিণ শিকারে গেলে হরিণটি হারিয়ে যায়। শিকারি কুকুরটি হরিণের পিছু নেয়। একটু পর কুকুরটি ফিরে আসলে রাজপুত্র অবাক হয়ে যায়। তার কুকুরকে কেউ এমনভাবে তির নিষ্ক্ষেপ করেছে যে কুকুরের মুখ বন্ধ হয়ে আছে কিন্তু কোনো রক্তের দাগ নেই। যন্ত্রণারও কোনো চিহ্ন নেই।

প্রশ্ন-৮ নিচের অনুচ্ছেদের মূলভাব লেখো:

বড়োই পরিতাপের বিষয় যে, খরগোশ আমাদের সিন্ধান্ত মানতে রাজি হচ্ছে না। তাকে আমরা সকলে সাধ্যমতো বুঝিয়ে বলেছি। জাতীয় স্বার্থে সকলেরই আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। খরগোশ অবুদ্ধ। সে কেবল নিজের জীবনকেই বেশি মূল্যবান মনে করে। কে না জানে এক ভীষণ বাঘের ত্যাচার আমাদের সকলের জীবন বিপন্ন। এই ভয়ানক ব্যাঘ্র প্রত্যাহ নির্মিচারে বহু পশু হত্যা করে। কিছু খায়, কিছু ফেলে রাখে।

আমাদেরই অনুরোধে শেয়াল বাঘের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে একটা আপস-রফা করে। সেই অনুযায়ী স্থির হয় যে, অদ্য খরগোশ স্বেচ্ছায় মহামান্য বাঘের খাদ্য হিসেবে নিজেকে উৎসর্গ করবে। কিন্তু খরগোশ এই প্রস্তাব মানতে অনিচ্ছুক। এখন উপায় কী? আমি আর একবার শেয়ালকে বলি, আপনাদেরও বলি, খরগোশকে বুঝিয়ে বলুন। তাকে রাজি করান। */স্বপ্নাকান্ত/*

মূলভাব: বনে অত্যাচারী বাঘের কারণে সবাই আতঙ্কিত। সে প্রতিদিনই বন্যপ্রাণী হত্যা করে। তাই বনের সবাইকে নিরাপদে রাখতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, খরগোশকে আজ খাদ্য হিসেবে বাঘের কাছে পাঠানো হবে। কিন্তু খরগোশ যেতে রাজি হয় না। সবার নিরাপত্তার কথা না ভেবে খরগোশ শুধু নিজের জীবনের কথাই ভেবেছে। তাই সবাইকে নিরাপদে রাখতে শেয়াল ও অন্যান্যদের উচিত খরগোশকে বোঝানো।

প্রশ্ন-৯ নিচের অনুচ্ছেদের মূলভাব লেখো:

বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, পুলিশ, সৈনিক, কর্মকর্তা, নারী, শিশুসহ সর্বস্তরের মানুষ। আছেন সমতল, পাহাড়, হাওর, নদী, উপকূলসহ সকল অঞ্চলের মানুষ। সকল ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি ও পেশার মানুষ মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হয়েছেন। ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ গভীর রাতে পাকিস্তানি সেনারা ঢাকার নিরস্ত্র ও ঘুমন্ত মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অক্রমণ চালায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে, পুলিশ ব্যারাকে আর বিভিন্ন আবাসিক এলাকায়। নির্বিচারে হত্যা করে ঘুমন্ত মানুষকে। নয় মাস ধরে তারা এ হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যায়। তারা পরিকল্পনা করে একে একে হত্যা করে এদেশের মেধাবী, আলোকিত, বুদ্ধিজীবী ও বরেন্য মানুষদের। পঁচিশে মার্চের মধ্যরাতেই শহিদ হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এম. হুনিরুজ্জামান, অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব প্রমুখ। */স্বপ্নাকান্ত/*

মূলভাব: বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সর্বস্তরের মানুষ নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনারা ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় নারকীয় হত্যাজন্ত চালায়। দীর্ঘ নয় মাস ধরে চলা এই হত্যালীলায় তারা দেশের মেধাবী, বুদ্ধিজীবী মানুষদের হত্যা করে। পঁচিশে মার্চ মধ্যরাতেই তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষককে হত্যা করে।

প্রশ্ন-১০ নিচের অনুচ্ছেদের মূলভাব লেখো:

বাংলাদেশ অঞ্চলে প্রাচীনকালে নগর গড়ে উঠেছিল। যেমন- কুমিল্লার ময়নামতিতে সাত-আট শতকের দিকে নগর ছিল। আবার বগুড়ার মহাস্থানগড় এলাকায় তৃতীয় শতকের পরে নগর গড়ে ওঠে। এগুলোর চেয়ে পুরানো নগর পাওয়া গেছে উয়ারী ও বটেশ্বর। উয়ারী ও বটেশ্বর নরসিংদী জেলার দুটি গ্রাম। ধারণা করা হয়, সেখানে খ্রিস্টপূর্ব ছয়-সাত শতকে নগর গড়ে ওঠে। সেই নগর এখন মাটির নিচে চাপা পড়েছে। ২০০০ সালে মাটি খনন করে উয়ারী-বটেশ্বরে প্রাচীন নগরের রাস্তার নমুনা পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে রৌপ্যমুদ্রা, হাতিয়ার, পাথরের পুঁতি এবং পুরানো আরো জিনিসপত্র। */মাটির নিচে পুরানো নগর/*

মূলভাব: বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রাচীন নগরসমূহের নিদর্শন পাওয়া গেছে। কুমিল্লার ময়নামতি, বগুড়ার মহাস্থানগড়, নরসিংদীর উয়ারী-বটেশ্বর এসবের মাঝে অন্যতম। উয়ারী-বটেশ্বর সবচেয়ে পুরানো নগরের চিহ্ন বহন করছে। এখানকার মাটির নিচে নানা রকম পুরাতন নিদর্শন পাওয়া গেছে।

প্রশ্ন-১১ নিচের অনুচ্ছেদের মূলভাব লেখো:

‘হে’ লোক সকল! মনে রেখো, একদিন তোমরা আল্লাহর কাছে হাজির হবে। পৃথিবীতে তোমরা যে কাজ করছ, আল্লাহ তোমাদের কাছে তার হিসাব চাইবেন।’

নবিজি বলেন, ‘তোমাদের গোলামও আল্লাহর বান্দা। তাদের প্রতি নির্ভর ব্যবহার কোরো না। তোমরা নিজেরা যা খাবে, তাদেরও তা-ই খেতে দেবে। নিজেরা যে কাপড় পরবে, তাদেরও তা-ই পরতে দেবে। কোনো গোলাম যদি নিজের যোগ্যতায় অমির হয়, তবে তাকে মেনে চলবে। কখনো অন্যায় ও অবিচার করো না। সামান্য পাপ থেকেও নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। কখনো একজন আরেক জনের সম্পত্তি দখল করবে না। তুমি নিজেই তোমার নিজের কাজের জন্য দায়ী থাকবে।’ */বিদায় হজের জাফর/*

মূলভাব: সবাইকে মনে রাখতে হবে মৃত্যুর পর একদিন আল্লাহর কাছে ফিরতে হবে। পৃথিবীতে করা প্রতিটি কাজের হিসাব দিতে হবে। এই কারণে কারো প্রতি অন্যায় বা অবিচার করা উচিত নয়। অধীনস্থ কর্মচারীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে হবে। তাদের নিজেদের মতোই খাবার ও পোশাক দিতে হবে। সামান্যতম পাপ করা থেকেও বিরত থাকতে হবে, কারণ প্রত্যেকে তার নিজের কাজের জন্য দায়ী।

প্রশ্ন-১২ নিচের অনুচ্ছেদের মূলভাব লেখো:

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ হয়। এটি ছিল আমাদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই। তখন এ দেশের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আমাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করে। নানাভাবে আমাদের অধিকার হরণ করে। এ দেশের মানুষ তাদের শোষণ থেকে মুক্তি চায়। মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধে অংশ নেন। এই যুদ্ধে শহিদ হন অনেক মুক্তিযোদ্ধা। আমরা তাদের স্মরণ করব। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও এদেশে অন্যায়-অত্যাচার থামেনি। তাই মানুষ প্রতিবাদ করেছে। শিক্ষার অধিকার রক্ষা করতে গিয়ে ১৯৮৩ সালে শহিদ হন ছাত্রনেতা সেলিম-দেলোয়ারসহ অনেকে। গণতন্ত্রের জন্য বুক-পিঠে স্লোগান লিখে ১৯৮৭ সালে শহিদ হন নূর হোসেন। */আমরা তোমাদের ভুলব না/*

মূলভাব: ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর শোষণ ও অধিকার হরণের বিরুদ্ধে এই লড়াই হয়েছিল। লড়াইয়ে অনেক মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হন। স্বাধীনতা আসার দীর্ঘদিন পরেও এ দেশে অন্যায়-অবিচার পুরোপুরি শেষ হয়নি। তাই শিক্ষার অধিকার এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মতো গুরুত্বপূর্ণ অধিকার রক্ষার জন্য দেশের মানুষ বারবার প্রতিবাদ করেছে এবং জীবন দিয়েছে।

প্রশ্ন-১৩ নিচের অনুচ্ছেদের মূলভাব লেখো:

স্কুলে আসার পথে মিতুর মন খারাপ হয়ে গেল। একটা গাছ কেটে রাস্তার পাশে ফেলে রাখা হয়েছে। সেই গাছের ডালে একটা পাখির বাসা। বাসাটি ভেঙে গেছে। সেখানে ডিম বা ছানা ছিল কি না, বোঝা যাচ্ছে না। পাখিদের কথা ভাবতে ভাবতে মিতু স্কুলে ঢুকল। মিতুর মন খারাপ দেখে তালিব বলল, ‘কী হয়েছে মিতু?’ মিতু সেই কাটা গাছের কথা বলল। তারপর বলল, ‘পাখিদের জন্য আমার মন খারাপ লাগছে। কত কষ্ট করে তারা এই বাসাটা বানিয়েছিল। হয়তো সেখানে ডিম বা ছানাও ছিল।’ মিতুর কথা শুনে তালিবেরও মন খারাপ হলো। তালিব আর মিতুর কাছ থেকে অন্যরাও এই কথা শুনল। কেউ কেউ বলল, ‘পাখিদের জন্য আমরা কি কিছুই করতে পারি না?’ ঘটটা পড়ার পর জামসেদ স্যার ক্লাসে এলেন। তালিব তাকে পুরো ব্যাপারটা বলল। জামসেদ স্যার ঘটনা শুনে কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। তারপর বললেন, ‘পাখিদের জন্য গাছ খুবই দরকারি। পাখিরা গাছে বাসা বানায়। তাছাড়া কোনো পাখি দালানে বা ঘরে বাসা বানায়। অনেক পাখি নদীর তীরেও বাসা বানায়। পাখিদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ খুবই দরকারি।’ */পোস্টার লিপি, ম্যাকলার্ড লিপি/*

মূলভাব: রাস্তার পাশের একটা গাছ কেটে ফেলায় পাখিদের বাসা ভেঙে গেছে। তাই মিতু ও তার বন্ধুদের মন খুব খারাপ। তারা পাখিদের জন্য কিছু করার আগ্রহ প্রকাশ করে। জামসেদ স্যার বিষয়টি শুনে তাদের জানানেন যে, পাখিদের বেঁচে থাকার জন্য গাছ ও নিরাপদ পরিবেশ খুব দরকারি। অনুচ্ছেদটির মাধ্যমে পাখিদের প্রতি ভালোবাসা এবং প্রকৃতির যত্ন নেওয়ার বিষয়টি ফুটে উঠেছে।



সুপার সাজেশন

পরীক্ষার জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন— ১, ৪, ৯, ১০, ১২



নিজেকে যাচাই করি: কবিতা/ গদ্য অনুচ্ছেদের মূলভাব লিখন



বৃত্তি পরীক্ষায় সাফল্য নিশ্চিত করতে হলে প্রতিটি প্রশ্নের ধরনে পূর্ণ নম্বর পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। প্রশ্নের ধরন ৯-এ তোমার প্রস্তুতি কেমন হলো তা যাচাইয়ের জন্য এখানে বিভিন্ন অধ্যায়ের সমন্বয়ে ১০-সেট প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। তুমি নিজে নিজে পরীক্ষা দিয়ে 'উত্তরমালা'র সঙ্গে মিলিয়ে দেখো। যদি সবগুলোর উত্তর সঠিক না হয় তাহলে পূর্বের অংশটি পুনরায় অনুশীলন করো।

সেট ১ নিচের কবিতাংশের মূলভাব লেখো:

অসময়ে মেহমান
ঘরে ঢুকে বসে যান
বোঝালাম বামেলার
যতগুলো দিক আছে
তিনি ছেসে বললেন,
ঠিক আছে ঠিক আছে।

সেট ২ নিচের কবিতাংশের মূলভাব লেখো:

রইব না কো বম্ব খাঁচায়, দেখব এ-সব ভুবন ঘুরে—
আকাশ-বাতাস চন্দ্র-তারায় সাগর-জলে পাহাড়-চূড়ে।
আমার সীমার বাঁধন টুটে
দশ দিকেতে পড়ব লুটে;
পাতাল কেঁড়ে নামব নিচে, উঠব আবার আকাশ ফুঁড়ে;
বিশ্ব-জগৎ দেখব আমি আপন হাতের মুঠোয় পুরে।

সেট ৩ নিচের কবিতাংশের মূলভাব লেখো:

'রাবাল ছেলে! রাবাল ছেলে! বারেক ফিরে চাও।
বাঁকা গায়ের পথটি বেয়ে কোথায় চলে যাও?'
'ওই যে দেখো নীল-নোয়ানো সবুজ ঘেরা গাঁ,
কলার পাতা দোলায় চামর শিশির ধোয়ায় পা,
সেধার আছে ছোট্ট কুটির সোনার পাতায় ছাওয়া,
সাঁঝ-আকাশের ছড়িয়ে-পড়া আবির রঙে নাওয়া;
সেই ঘরেতে একলা বসে ডাকছে আমার মা—
সেধায় যাব, ও ভাই এবার আমায় ছাড় না!'

সেট ৪ নিচের কবিতাংশের মূলভাব লেখো:

আম্মা বলেন, পড়বে সোনা
আব্বা বলেন, মন দে।
পাঠে আমার মন বসে না
কাঁঠালচাপার গন্ধে।
আমার কেবল ইচ্ছে জাগে
নদীর কাছে থাকতে,
বকুল ভালে লুকিয়ে থেকে
পাখির মতো ডাকতে।

সেট ৫ নিচের কবিতাংশের মূলভাব লেখো:

তার পরদিন প্রাতে
বাদশাহর দূত শিক্ষককে ডেকে নিয়ে গেল কেল্লাতে।
খাস কামরাতে যবে
শিক্ষকে ডাকি বাদশাহ কহেন, 'শুনুন জনাব তবে,
পুত্র আমার আপনার কাছে
সৌজন্য কি কিছু শিখিয়াছে?
বরং শিখেছে বেয়াদবি আর গুরুজনে অবহেলা,
নহিলে সেদিন দেখিলাম যাহা স্বয়ং সকাল বেলা।'

সেট ৬ নিচের অনুচ্ছেদের মূলভাব লেখো:

এক ছিল তাঁতি। তাঁর দুই মেয়ে। বড়ো মেয়ের নাম সুখ। আর ছোটো মেয়ের নাম দুখ। বড়ো মেয়ে ঘরের কোনো কাজ করে না। শুধু বসে বসে খায়। দুখ ঘরের সব কাজ করে। সময় পেলে বাবার জন্য সুতা কেটে দেয়। একদিন দুখ তুলা রোদে দিয়ে উঠানে বসে আছে। এমন সময়ে দমকা বাতাস এসে দুখের তুলা উড়িয়ে নিয়ে গেল। দুখ মনের দুঃখে কাঁদতে লাগল। তখন বাতাস বলল, 'দুখ, কেঁদো না। আমার সাথে এসো। তোমাকে তুলা দেবো।' দুখ কাঁদতে কাঁদতে বাতাসের পিছু পিছু গেল। যেতে যেতে একটা কলাগাছের সাথে দেখা হলো। কলাগাছ বলল, 'দুখ, কোথায় যাচ্ছে? আমাকে অনেক লড়াপাতা ঘিরে ধরেছে। এগুলোকে একটু সরিয়ে দিয়ে যাবে?' কলাগাছের কথা শুনে দুখ থামল। তারপর কলাগাছের গায়ে থাকা লড়াপাতা সরিয়ে দিলো।

সেট ৭ নিচের অনুচ্ছেদের মূলভাব লেখো:

রাজপুত্রদের মধ্যে তৃতীয় জন সবচেয়ে ভালো তির নিক্ষেপ করতে পারে। সে একটা হরিণ দেখে তার পিছন পিছন ছুটে লাগল। কিন্তু হঠাৎ হরিণটা চোখের আড়াল হয়ে গেল। রাজপুত্র সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল। তার সঙ্গে ছিল একটা শিকারি কুকুর। কুকুরটা হরিণের পিছু হটল। খানিক বাদে তৃতীয় রাজপুত্র থ হয়ে গেল। তার শিকারি কুকুর ফিরে এসেছে। তবে কুকুরটার মুখের চারপাশে বিধে রয়েছে পাঁচটা তির। এ কারণে কুকুরটা আর ডাকতে পারছে না। কিন্তু কী অবাধ কাণ্ড! কুকুরটার মুখে এক ফোঁটা রক্তের দাগ নেই। যন্ত্রণার কোনো লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না।

সেট ৮ 'দূরের পান্না' কবিতার মূলভাব লেখো।

সেট ৯ 'পাখির মতো' কবিতার মূলভাব লেখো।

সেট ১০ 'ইচ্ছামতী' কবিতার মূলভাব লেখো।

উত্তরমালা: নিজেকে যাচাই করি

সেট ১ পৃষ্ঠা ৭৪ প্রশ্ন নম্বর ৯। সেট ২ পৃষ্ঠা ৭৫ প্রশ্ন নম্বর ১৩। সেট ৩ পৃষ্ঠা ৭৫ প্রশ্ন নম্বর ১১। সেট ৪ পৃষ্ঠা ৭৫ প্রশ্ন নম্বর ১২।

সেট ৫ পৃষ্ঠা ৭৫ প্রশ্ন নম্বর ১৫। সেট ৬ পৃষ্ঠা ৭৬ প্রশ্ন নম্বর ২। সেট ৭ পৃষ্ঠা ৭৬ প্রশ্ন নম্বর ৭। সেট ৮ পৃষ্ঠা ৭৪ প্রশ্ন নম্বর ১।

সেট ৯ পৃষ্ঠা ৭৪ প্রশ্ন নম্বর ৫। সেট ১০ পৃষ্ঠা ৭৪ প্রশ্ন নম্বর ৭।